দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 MAR 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

উপাচার্যরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে সুপারিশ করেছিলেন

।। রেজোয়ানুল হক রাজা ।।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যদের সংগঠন 'বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ' উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচনের পরিবর্তে মনোনয়ন পদ্ধতি চালু করা, শিক্ষকদের রাজনীতি না করা এবং শিক্ষাঙ্গনে অন্তত ৫ বছর সকল রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনের কার্যক্রম বন্ধ রাখার সুপারিশ করেছে।

শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন এবং শিক্ষাঙ্গনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে পরিষদের সদস্যরা সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে তাকে যে স্মারকলিপি দিয়েছেন তাতে এসব সুপারিশ করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা

উপাচার্য ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৫

উপাচার্য ঃ প্রধানমন্ত্রীর কাছে সুপারিশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গেছে।

সম্প্রতি রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনাবলীর ব্যাপারে পরিষদের এক সভায় পর্যালোচনা উদ্ধৃত করে স্মারকলিপিতে বলা হয়, 'শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা তথা উন্নয়ন কর্মকান্ড ধ্বংসের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ। সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছে। দেশের অন্যান্য স্থানের মত বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনেও আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ক্যাম্পাসে যখনই পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে তখন আইন-শৃংখলার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তারা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেননি। তাদের সঙ্গে কথা বললে তারা জানিয়েছেন তারা কাকে ধরবেন আর কাকে ধরবেন না সে ব্যাপারে তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ চান। আইনের জটিলতা, সাক্ষ্য প্রমাণের অভাব এবং অন্যান্য কারণে তারা গ্রেফতারকৃতদেরকেও ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।'

এ পর্যালোচনার আলোকে স্মারকলিপিতে সুপারিশ করা হয় যে, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস কঠোরভাবে দমন করার জন্য সরকার যেন অবিলম্বে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থারগুলোকে নির্দেশ দেন। ক্যাম্পাস থেকে অপরাধী ধরতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি লাগবে না।

ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি সম্পর্কে স্মারকলিপিতে বলা হয়, দেশ ও দশের স্বার্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গ সংগঠন না থাকাই উচিত। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলগুলো জণগনের কাছ থেকে ম্যান্ডেট পেয়ে থাকে, ছাত্র-শিক্ষকদের কাছ থেকে নয়। তাই রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠনগুলোর অবস্থান নতুন আলোকে ভেবে দেখা প্রয়োজন। শিক্ষকদের রাজনীতিও বিভিন্ন পর্যায়ে অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে- এ মন্তব্য করে স্মারকলিপিতে বলা হয় শিক্ষকরা যদি রাজনীতি করতে , চান তাহলে এ মহান পেশা থেকে সরে গিয়েই তা করা উচিত।

১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের কোন কোন ধারায় ত্রুটি রয়েছে এ কথা উল্লেখ করে স্মারকলিপিতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য নিয়োগের পদ্ধতি, ফ্যাকাল্টি ডীন ও সিন্ডিকেট সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত করেছে যা ক্যাম্পাসের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করছে। তাই স্মারকলিপিতে এসব ক্ষেত্রে নির্বাচনের পরিবর্তে মনোনয়নের পদ্ধতি প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে।